উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.nbr.gov.bd

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ।

সেমিনারে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এনবিআর চেয়ারম্যান

রাজস্ব আহরণে ব্যবসায়ীদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজনঃ
রাজস্ব হয়রানি রোধ,সমস্যা ও পরামর্শ জানাতে শীঘ্রই চালু হচ্ছে ই-মেইল পদ্ধতি

'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' বাস্তবায়নের জন্য সম্মানিত করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক এক সেমিনার আজ ১৭ জানুয়ারি মঙ্গলবার রাজধানীর মহাখালী রাওয়া কনভেনশন হলে কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর) উদ্যোগে আয়োজন করা হয়।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। এফবিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আব্দুল মাতলুব আহমাদ এবং ডিসিসিআই এর সভাপতি জনাব আবুল কাশেম খান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক নীতি) ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর হোসেন, সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি), সুলতান মোঃ ইকবাল, সদস্য (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা) খন্দকার মুহাম্মদ আমিনুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর), ঢাকার কমিশনার জনাব মোঃ মাসুদ সাদিক সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথির দিক-নির্দেশানমূলক বক্তব্যে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন,' রাজস্ব হয়রানি রোধ, অভিযোগ, সমস্যা ও পরামর্শ জানাতে এ সপ্তাহে কাস্টমস, আয়কর ও ভ্যাট তিনটি ফিডব্যাক ই-মেইল (feedbackcustoms@nbr.gov.bd, feedbackvat@nbr.gov.bd, feedbacktax@nbr.gov.bd) শীঘ্রই খোলা হবে। কাস্টমস, আয়কর ও ভ্যাট নিয়ে কোন সমস্যা থাকলে, কোন কর্মকর্তা হয়রানি করলে, কোন অভিযোগ, কোন পরামর্শ থাকে সেসব ই-মেইলে জানাতে পারবেন। এতে তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'উন্নয়নের মূল ভিত্তি অভ্যন্তরীণ সম্পদ। মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) থেকে দেশ এখন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) এর দিকে যাচ্ছে। একটি ডিজিটাল আধুনিক ও আদর্শ মূসক ব্যবস্থা বিনির্মাণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ আরও বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি দেশের সার্বিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অনেক দূর এগিয়ে যাবে। আমাদের স্বপ্নের 'রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবে রূপ নেবে।

সম্মানিত ব্যবসায়ীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্বেগ রয়েছে। তাঁদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, এমসিসিআইসহ অন্যান্য চেম্বার্স-বণিক সমিতির সাথে পার্টনারশিপ আরো সুদৃঢ় করা হয়েছে। আমরা সকল ব্যবসায়ীদের নিয়ে নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করতে চাই। ভ্যাট আইন বাস্তবায়নের জন্য আর মাত্র ৫ মাস ১৩ দিন বাকি রয়েছে। নতুন ভ্যাট আইনে হয়রানি বন্ধের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।'

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'রাজস্ব আহরণের জন্য ব্যবসায়ীদের মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রয়োজন। রাষ্ট্রের কল্যাণে আহরিত ভ্যাট যাতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যথাযথভাবে জমা হয় সে দিকে তাঁদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবসায়ীদের ওপর করের বোঝা বাড়ানোর কোন সম্ভাবনা নেই। করনেট বিস্তৃত করা ও কর আহরণের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এনবিআরের উদ্যোগে ইসিআর আমদানি করে তা ব্যবসায়ীদের কাছে সরবরাহ করা হবে। ইসিআর বিষয়ে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তাঁদের সুবিধার্থে ভ্যাট অনলাইনের সার্ভারের সাথে ইসিআর সংযোগ থাকবে।'

ব্যবসায়ীদের হয়রানি রোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও এফবিসিসিআই এ একটি 'হটলাইন' নম্বর চালু করার প্রস্তাব দিয়ে এফবিসিসিআই সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এ হটলাইনের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা ফোন করে কোন সমস্যার কথা জানাবেন। এনবিআরে এ হটলাইন নম্বর সেল গঠন করার অনুরোধ জানান তিনি। এফবিসিসিআইতে এ সেল গঠন করার আশ্বাস দেন তিনি।' এনবিআর চেয়ারম্যান এফবিসিসিআই সভাপতির প্রস্তাবকে অত্যন্ত সময় উপযোগী ও কার্যকর বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি দ্রুত 'হটলাইন' চালুর বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে এফবিসিআই সভাপতিকে আশ্বাস দেন।

বর্ণিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত মিডিয়ায় প্রচারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

১৭.০১.২০১৭
(সৈয়দ এ. মু'মেন)
সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা

প্রাপকঃ
বার্তা সম্পাদক
সকল প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া।